কালের কণ্ঠ

তারিখ: 15 FEB 2016
পৃষ্ঠা: ২৯ কলাম: 2

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা

কেন্দ্র সচিব ও পরিদর্শককে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলমান এসএসসি পরীক্ষায় অব্যবস্থাপনার দায়ে মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্র সচিব আবুল কালাম মোস্তফাকে তাঁর পরীক্ষাসংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তথ্য গোপনের দায়ে ওই কেন্দ্রেরই আরেক পরিদর্শক আবদুস সালামকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরকে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করবে বলে জানা গেছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একটি কমিটি করতে হয়। কিন্তু মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এর কোনো কার্যকারিতা ছিল না। এ ছাড়া আরো কিছু অব্যবস্থাপনার খবরও আমরা পেয়েছি। তাই ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিবকে তাঁর পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরেক পরিদর্শকের মেয়ে একই কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই তথ্য গোপন করেছেন। তাঁকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা তাঁদের বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি।'

জানা যায়, ওই কেন্দ্রে অনিয়মের আরো ভয়াবহ অভিযোগ পাওয়া গেছে। মূলত এর পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁদের দুজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সকাল সাড়ে ৮টায় প্রশ্ন আসার পরই সেটা তাঁরা খুলে ফেলেন। আর ওই কেন্দ্রের অনেক পরিদর্শকের কাছে স্মার্ট ফোনও ছিল। ফলে পরীক্ষা শুরুর আগেই তাঁরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রশ্ন বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র সচিব ছাড়া পরীক্ষা চলাকালীন সবার মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ। আর কেন্দ্র সচিবও স্মার্ট ফোন রাখতে পারবেন না।

গতকাল এসএসসির পদার্থবিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা, ইতিহাস, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং ব্যবসায় পরিচিতি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এসব বিষয়ে মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্র সচিব আবুল কালাম মোস্তফা গতকাল সন্ধ্যায় কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের পরীক্ষা গ্রহণসংক্রান্ত কমিটি অ্যাকটিভ রয়েছে। কোনো অব্যবস্থাপনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আর অব্যাহতি-সংক্রান্ত কোনো চিঠি আমি পাইনি।'

গত ১ ফেব্রুয়ারি এসএসসির শুরুর দিন থেকেই পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ আগে কিছু কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন বাইরে চলে আসার অভিযোগ পাওয়া যায়। গত মঙ্গলবার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা শুরুর দেড় ঘণ্টা আগে সকাল ৮টা ৩৬ মিনিটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ম্যাসেঞ্জারে প্রশ্ন বাইরে চলে যায়। কালের কণ্ঠের হাতে ওই দিনের একটি প্রশ্নের কপি আসে। পরীক্ষা শেষে কেন্দ্র থেকে সরবরাহ প্রশ্নের সঙ্গে এর হুবহু মিল পাওয়া যায়। সেট কোডসহ সব কিছুই ছিল অবিকল। এ নিয়ে গত বুধবার কালের কণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায় 'পরীক্ষার দেড় ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্রের ছবি ম্যাসেঞ্জারে' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।